স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে জনসমর্থনের অভাব পরিলক্ষিত হয়। খলজি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তাই মধ্যযুগে ভারতীয় ইতিহাসে খলজি বিপ্লবের প্রসঙ্গ তাৎপর্যপূর্ণ।

---

৭) কৈবর্ত্য বিদ্রোহের স্বরূপ আলোচনা করো। [৫]

→ আদিমধ্যযুগে বাংলার ইতিহাসে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা কৈবর্ত্য বিদ্রোহ। সাধারণত এই বিদ্রোহ জাতিগত হিসাবে কৈবর্ত্য বিদ্রোহ নামে পরিচিত। তবে স্থানগত পরিচিতি স্বরূপ এটি বরেন্দ্রী বিদ্রোহ নামে পরিচিত। সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত <u>রামচরিত</u> কাব্যগ্রন্থ থেকে জানা যায় পাল রাজ দ্বিতীয় মহীপালের আমলে <u>১০৭০-১০৭১</u> খ্রিস্টাব্দে কুশাসনের বিরুদ্ধে বাংলার প্রজাগণ জনৈক দিব্য বা দিব্যক বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং দ্বিতীয় মহীপালকে পরাজিত ও নিহত করে উত্তরবঙ্গে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। দিব্য জাতিতে কৈবর্ত্য ছিলেন বলে তার বিদ্রোহ কৈবর্ত্য বিদ্রোহ নামে খ্যাত।

অধ্যাপক রামশরণ শর্মা কৈবর্ত্যদেরকে একটি উপজাতি এবং মিশ্র নীচু জাতি রূপে বর্ণনা করেছেন। তথ্য হিসাবে তিনি দেখান পাল রাজাদের কাজের বিনিময়ে তারা ভূমিঅংশ লাভ করেন। কিন্তু মহীপালের বেলওয়া দানপত্রে কৈবর্ত্যরা তাদের জাতি বৃত্তির জন্য ২১০ টি ভূখন্ড দান হিসাবে পান। তা পরবর্তীতে বাতিল হওয়ায় কৈবর্ত্যরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। নিহাররঞ্জন রায় দেখানোর চেষ্টা করেছেন বিদ্রোহীরা ছিল জাতিতে ধীবর বা জেলে কৈবর্ত্য। বৌদ্ধ অহিংস পালরাজারা প্রাণী হত্যা বিরোধী, পেশায় বাধা আসতে পারে এই ভাবনা থেকে তাদেরকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। পাল শাসকরা বৌদ্ধধর্মের পক্ষ নিয়ে অহিংসনীতির জন্য প্রাণী হত্যা বিরোধী হলে জেলে কৈবর্ত্যদের জীবিকা সংকটাপন্ন হয়। তখন তারা পাল শাসনের অবসান বা পতন চান।

কামাউলি পট্ট; মানালী দানপত্র এবং বেলওয়া দানপত্র থেকে অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে কৈবর্ত্য বিদ্রোহ একটি গণবিদ্রোহরূপে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু রামচরিতে এই গণবিদ্রোহের উল্লেখ পাওয়া যায় না। অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার এই বিদ্রোহের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার মতে তৃতীয় বিগ্রহ পাল-এর মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে পড়ে। ফলে বিভিন্ন সামন্ত শাসকরা বিশেষত শূরপাল ও রামপালের

শাসকেরা পাল বংশের ওপর আস্থা হারিয়ে কৈবর্ত্য নেতা দিব্যকে সমর্থন জানান। যদুনাথ সরকার এই মতকে সমর্থন করে বলেন, দিব্য তার নিজ ক্ষমতায় সামন্তদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তবে বিদ্রোহীদের কোনো জাতিগত ভিত্তি ছিল না। এটি উপর্যুক্তই রাজনৈতিক কর্মসূচি। সাধারণ মানুষ বিদ্রোহী সামন্তদের পরোক্ষভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন মাত্র। এই বিদ্রোহে সকলে আবার কৈবর্ত্য ছিলেন না। তবে সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিত গ্রন্থে এই বিদ্রোহকে ধর্মবিপ্লব বলে বর্ণনা করেছেন। তবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সভাকবি হিসাবে তার পক্ষপাতিত্বের জন্য সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

কৈবর্ত্য বিদ্রোহের কোনো সামাজিক গুরুত্ব ছিল না বলে মনে করেন অনেক ঐতিহাসিক। এই বিদ্রোহের কোনো সুদূরপ্রসারী ফলও ছিল না। দিব্য যে রাজ্য কায়েম করেছিলেন, তা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রুদ্রক শাসন করেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন যুদ্ধ ও সংঘাতের পরও এরা কেউই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। পরবর্তীতে রাজা ভীম কিছুটা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু এই সময় রামপালের নতুন উদ্যোগ বরেন্দ্রী ভূমিতে আরও অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল।

দ্বিতীয় মহীপালের সময় কৈবর্ত্য বিদ্রোহ পাল শাসনের সাময়িক অবসান ঘটায়। তবে জাতিগতভাবে যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল এই বিদ্রোহ ছিল তারই ফল। তবে এই বিদ্রোহ ছিল নিষ্ফলা ও ক্ষণস্থায়ী। রামশরণ শর্মা দেখিয়েছেন কৈবর্ত্য বিদ্রোহ সামাজিক সমস্যার সমাধানে কোনো নতুন পথের দিশা দেখাতে পারেনি। তা সত্ত্বেও বলা যায় এই বিদ্রোহ-এর অন্যতম গুরুত্ব এটি নিম্নবর্ণের মানুষের রাজক্ষমতা দখলের প্রতীক। এই বিদ্রোহের পরই পাল সাম্রাজ্যের দুর্বলতা দেখা যায়। এই বিদ্রোহই এই বংশের পতনকে সূচিত করে।